

সত্যনারায়ণ পূজাপদ্ধতি

সত্যনারায়ণ পূজা

সত্যনারায়ণ পূজার নিয়ম

এই ব্রতের কোন তথ্য নিক্ষত্রের নষিধে নহে। যবে কোন ব্যক্তি প্রদোষকালে এই ব্রত করত পোৱনে। নাৰী-পুৰুষ, কুমাৰ-কুমাৰী নৰিবশিষে এই ব্রত করত পোৱে। পূৰ্ণগমি বা সংক্ৰান্তি এই ব্রতের সঠকি দিন। উপবাস থকে এই ব্রত করত হয়।

সত্যনারায়ণ হলনে বষ্টিগু-নাৰায়ণের একটি বশিষে মূৰ্তি।

ব্রতের ফল - যবে কোনও বয়সের নর-নাৰী এই ব্রত করতি পোৱে। এই ব্রত করলি সংসারে কোনও প্ৰকাৰ দুঃখ কষ্ট থাকে না। মনের সমস্ত কামনা-বাসনা নাৰায়ণ পূৰ্ণ করেন।

পূজা শুরুর আগরে কিছু নিয়ম:- নাৰায়ণ পূজায় তমেন বাহুল্য নহে বললহে চলো। তাই এই পূজার আয়োজন খুব সহজ। যবে যার সাধ্য মত আয়োজন করে। যবে কোনও পূৰ্ণগমি তথিতিহে এই পূজা করা যায়। অনকে বাড়রি পৰবিশে শুদ্ধ রাখতে, প্ৰতটি বড় পূৰ্ণগমিতেই পূজা করে থাকেন। পূজার আগরে নিয়ম বলতে, সবচেয়ে আগে পূজার স্থান ভালোভাবে পৰিষ্কাৰ করে রাখুন। পৰিষ্কাৰ করে যখনে ঘট পাতবনে, সখোনে আলপনা দিয়ে দিন। সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিন। ঘটে আমপাতা, শষি ডাব দিন। অবশ্যই ঘট ও ডাবে স্বস্তকি চহিন ঐকে দেবেনে। বজিওড় সংখ্যক আমপাতা রাখবনে। এতে সঁদিুরের ফোঁটা দেবেনে।

এরপর নবৈদ্য সাজিয়ে দেবেনে। একটি খালায় তনিটি জায়গায় একটু করে চাল, ও তার সঙ্গে কলা, বাতাসা, অন্যান্য ফল, তার ওপর স্কিমানে কয়নে, পঞ্চ শস্য এসব দিয়ে সাজান। পঞ্চ শস্য মানে পাঁচ রকম শস্য। এই ভাবে একটি খালায় তনিটি ও আরকেটি খালায় পাঁচটি নবৈদ্য সাজিয়ে রাখুন। সন্নিরি জন্ম একটি গামলায় ময়দা, গুড়, দুধ, খোয়া ক্বীর, একটু নারকলে কোৱা, কাজু, কশিমশি ঠাকুরের সামনে রাখবনে। পূজার পর ঠাকুরমশাই সন্নি তরৈকি করবনে। এছাড়াও নাৰায়ণের ছবরি দু'পাশে দুটো পান পাতা রাখুন। এর ওপর একটা সুপারি, একটা কয়নে, একটা কলা রাখুন। বাড়তি নাৰায়ণ মূৰ্তি যদি থাকে তাহলে স্নান করানোর সময় তা

কোনওভাবেই বাঁ-হাত ব্যবহার করবেন না। সবসময় ডান হাতে মূর্তি ধরবেন। এছাড়াও শুধু ঘট স্থাপন করেও পূজা করতে পারেন। সাযং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া নববস্ত্র পরধান করিয়া শুদ্ধ চিত্তে পূর্বমুখী হইয়া পূজা করিতে বসবিনে।

নারায়ণ পূজার জন্য প্রথমে নারায়ণ শিলা স্থাপন করতে হয়। সন্ধ্যা সারাদিন ওই নারায়ণ শিলা থাকবে। পরদিন সূত্রে কটে সটেনিয়ে চলে যাবেন। নারায়ণ শিলা স্থাপন করে ও নারায়ণ দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে পূজা শুরু করা হয়। সঙ্গে মা লক্ষ্মীকেও ফুল দবেন, প্রণাম জানাবেন।

এরপর আপনার সমস্ত আয়োজন তাঁকে নবিদেন করার পালা। এই সাধারণ পূজার পর অঞ্জলি অঞ্জলি শেষ হয়ে গেলে হোম। হোম-যজ্ঞের জন্য ছোট ছোট করে বেশ কয়েকটি হোমের কাঠ, একটি পাত্রের ঘি, ৫১টি বলেপাতা, একটি লাল চেলিকাপড়, একটু দুধ একটি কলা ও একটি সিন্দূর এবং হোমকুণ্ডে রেডি রাখবেন। যজ্ঞ শেষে দুধ ঢেলে যজ্ঞ শেষ হবে। এবং সবাই যজ্ঞের টপি পড়বেন। এটিই হল নারায়ণ পূজার নিয়ম। তাহলে দেখলেন নারায়ণ পূজার আয়োজন করা কত সহজ। শুধু শুদ্ধ, শান্ত মনে পূজার আয়োজন করুন।

আয়োজন সামান্য হলেও দেবতা নারায়ণের আশীর্বাদ প্রবশে করবে আপনার ঘরে।

সত্যনারায়ণ পূজাপদ্ধতি

আচমন :- কণ্ঠাকুশি থেকে কুশি সাহায্যে জল নিয়ে সেই জল বাম হাতের তালুতে ধারণ করে -ডান হাতের মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ একসঙ্গে স্পর্শ করে বাম হাতের তালু থেকে জল নিয়ে মুখে প্রথমে তিনবার জলরে ছুটি দেবে। তারপর হাত ধুয়ে মুখ মুছে হাত জোড় করে আচমন মন্ত্র বলবে।

আচমনঃমন্ত্র- নমো আত্মতত্ত্বায়, নমঃ, নমো বদ্যাতত্ত্বায়, নমঃ, নমো শবিতত্ত্বায়, নমঃ।

হরস্মরণঃ “ ঐ বসিণু- ঐ বসিণু- ঐ বসিণু- ঐ তদ্ বসিণু পরমং পদং সদা

পশ্চ্যন্তিসূরয় দবিবি চক্ষু রাততম্ ॥”

পরে হাত জোড় করে :- ঔ শঙ্খ চক্র ধরং বষ্ণু দ্বভিজং পীতবাসম্ ॥

তারপর আবার হাত জোড় করে :-

“ঔ নমঃ অপবিত্র পবিত্রবা সর্বাবস্থাং গতৌ হপবি

যঃ স্মরণে পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্য অভ্যন্তরং শুচি ॥”

ঔ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরন্যে বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মানি
কারয়ে।

শ্রীহরি, শ্রীবষ্ণু, শ্রীহরি, শ্রীবষ্ণু, শ্রীহরি, শ্রীবষ্ণু।

গন্ধাদরি অর্চনা :- “এতভ্যো গন্ধাদভিয নমঃ”

[এই মন্ত্র পাঠ করে কোশার ওপর ফুল বলে পাতা চন্দন নিয়ে সমস্ত উপাচারে
তনিবার জলরে ছিটি দবে]

তলিক ধারণঃ- বাম হাতের তালুতে অথবা কোন পাত্রের একটু জল নিয়ে তলিক গুলবে।
মন্ত্র — “ঔ কশেবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম পুণ্যং যশস্যমায়ুস্য তলিকং মে
প্রসাদাতু”

এরপর মধ্যমা বা অনামকির অগ্রভাগে তলিক নিয়ে যথাক্রমে —

(১) ললাটে — কশেবায় নমঃ (৭) বাম বাহুতে — শ্রীধরায় নমঃ

(২) উদরে — নারায়ণায় নমঃ (৮) ডান বাহুমূলে — ত্রবিক্রমায় নমঃ

(৩) কন্ঠে — গোবিন্দায় নমঃ (৯) বাম বাহুমূলে — হৃষিকেশায় নমঃ

(৪) ডান পাজরে — বষ্ণবে নমঃ (১০) স্কন্ধে — পদ্ম নাভায় নমঃ

(৫) বাম পাজরে — বামনায় নমঃ (১১) কোমরে — দামোদরায় নমঃ

(৬) ডান বাহুতে — মধুসূদনায় নমঃ

শেষে তলিকের হাত ধুয়ে জল মাথায় দিয়ে — বাসুদেবায় নমঃ বলতে হবে ।

এরপর গায়ত্রী জপ করবে ।

সূর্য্যারঘঃ — [কুশীর মধ্যদে দূর্বা , চন্দন, পুষ্প , জল, ফুল, বলেপাতা দুহাতে
ধরিয়ে বলবি]

ঔ নমো বিস্বতে ব্রাহ্মণ ভাস্বতে বষ্ণু তজসে জগত সবিত্রে শুচ্যে কৰ্ম্ম

দায.নিঃ ইদম অর্ঘং নমঃ শ্রী সূর্য্যায়. নমঃ।

জল তাম্র পাত্রং ফলে দয়ি হাতজোড় করে বলণো

"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপয়েং মহাদ্যুতমি ধন্তারমি সর্বপাপঘনং প্রনতোহস্মি
দবাকরম ॥ "

স্বস্তিবাচনঃ নমঃ স্বস্তিভবন্তু ব্রুবন্তু (৩ বার)।

সংকল্পঃ বষ্ণুরোতৎসদ ওম অদ্য অমুক মাসি অমুক তথিটো অমুক গোট্রঃ শ্রী
অমুক দেবশর্মা সর্ব্বা-পছান্তি সৌভাগ্য বর্দ্ধনমনোগতাভীষ্ট সিদ্ধিপূর্ব্বক
শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ দেবে প্রসাদালাভং স্কন্দ পুরানীয. রবোখস্তোক্ত
সত্যনারায়ণ দেবে পূজন তকথা শ্রবণমহং করসিযে।

অপাত্ৰস্থাপনঃ— কোষার নীচে মাটিতে চন্দন দ্বারা ত্রিকোন মন্ডল করিয়া অতঃপর
মন্ডলে চাউল দ্বারা অর্চ্চনা করবিনে ও বলবিনে নমঃ অনন্তায়. নমঃ কুর্ম্মায় নমঃ,
পৃথ্বিযৈ নমঃ আধারে শক্তয়ে নমঃ আধারে বহ্নিমন্ডলায়. ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ॥”

জল শুদ্ধিঃ— “ওঁ গঙগে চ যমুন চৈব গদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদে সিন্ধু কাবরী
জলে হস্মনি সন্নিধিং কুরু ॥”

এই মন্ত্রপাঠ করার পর জল স্পর্শ করিয়া “ওঁ” মন্ত্র 10বার জপ করবি ॥
(এরপর 10বার গায়ত্রী মন্ত্র)

আসন শুদ্ধিঃ— [আসনের নীচে ত্রিকোণমন্ডল আঁকিয়া তার উপর একটি ফুল দিয়া
বলবি]

“ওঁ আধার শক্তয়ে কমলাসনায়. নমঃ”

আসনে যখন ফুল দেওয়া হয়ছে সোথনে ধরে বলবি -

“ ওঁ আসন মন্ত্রস্য মরুপৃষ্ট ঋষিঃ সূতলং চান্দ কুম্মো দেবতা
আসনোপবেশনে বনিযোগ” -

“ওঁ পৃথ্বিত্ত্বয়া ধৃতা লোকা তঞ্চ ধারয় মং নতিং পবিত্রং কুরু আসনম ॥”

তারপর হাত জোড়. করে বামদিকে ঝুঁকবে বলণো - **গুরু পংতি প্রণামঃ**-

ওঁ গুরুবে নমঃ , ডানদিকে ঝুঁকবে বলণো - ওঁ গণেশায়. নমঃ, মাথার ওপর হাত রেখে
বলণো - ওঁ ব্রহ্মনে নমঃ, নচিরে দিকে হাত জোড়. করে বলণো - ওঁ অন্ততায়. নমঃ ,
বুকের মাঝে হাত জোড়. করে বলণো - ওঁ নারায়নায় নমঃ- ওঁ সত্য নারায়নায় নমঃ

পুষ্প শুদ্ধিঃ— পুষ্প পাত্রের উপর হাত রেখে বলণো -

“ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্প পুষ্প সম্ভবে পুষ্প চয়াবকর্নিনে চ ওঁ ফট
স্বহা ॥”

কর শুদ্ধিঃ— একটি রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া " ওঁ " মন্ত্রে কর দ্বারা পষণ করিয়া "
হঁসৈ" মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশানকোণে ফলেবি।

করশুদ্ধিঃ একটি সচন্দন পুষ্প /লাল ফুল হাতে নিয়ে ‘ফট’ মন্ত্রে উভয় হাত দিয়ে পেষণ করে ঘ্রান নিয়ে দীপাণ কোণে নিক্ষেপে করতে হবে । উদ্ধে তিনি তালি এবং তুড়ি দিয়ে দশদিক বন্ধন করতে হবে।

অঙ্গন্যস ক্রমঃ- আং হৃদয়ায় নমঃ ।

ঈং শরিসে স্বহাঃ ।
উং শখিয়ে বষট্ ।
ঐং কবচায় হুং ।
ওঁ নত্রেভ্যং বষট্
আং করতল পৃষ্ঠাভ্য মন্ত্রায় ফট্ ।

করন্যাস :- আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যং নমঃ

ঈং তর্জনীভ্যং স্বহা
উং মধ্যমাভ্যং বষট্
ঐং অনামিকাভ্যং হুং
ওঁ কনিষ্ঠাভ্যং বষট্
আং করতল পৃষ্ঠাভ্য মন্ত্রায় ফট্ ॥

[তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা বামহস্তে তলদেশে করতল ধ্বনিকরবি।]

দ্বারদেবতার পূজা :- পুষ্প নিয়ে " এতে গন্ধপুষ্প ওঁ দ্বারদেবতাভ্যং" বলিয়া পুষ্প দ্বার ফলেতিবে হবে ।

ভূতাপসারন :- এই মন্ত্র বলবার সময় আতপ চাল মাথার চারদিকে ছটাইবে এবং নচিরে মন্ত্র বলবি।

" ওঁ অপসর্পন্তু য়ে ভূতা য়ে ভূতা ভূমিসংস্থতি য়ে ভূতা বহ্নি কর্তারস্তে নাশ্যন্তু শবিজ্ঞয়া । "

[এরপর মস্তকরে উপর তনিবার 'ফট ' মন্ত্র বলে করতালি দিয়া ভূত অপসারন ও তুড়ি দ্বারা দশ দিক বন্ধন করবি।]

চন্দন লিপ্ত করিয়া একটা একটা করে সাদা দুর্গা পুষ্প নিয়ে নচিরে প্রতটি মন্ত্র প্রতবার বলে পূজার তামার পাত্রে দাও:-

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গনশোয. নমঃ

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্যায়. নমঃ (সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে লাল জবা পুষ্প দাও)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গায়. নমঃ (সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে লাল জবা পুষ্প দাও)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বসিণু দেবোয. নমঃ (সাদা দুর্গা পুষ্প এর সঙ্গে তুলসীপত্র দাও)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শবিয. নমঃ (বলেপত্র এর সঙ্গে ধুতরা ফুল দাও)

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুবো নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহভ্য নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদিকি পালভ্য নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে সর্বভ্যে দবেভ্যে নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে সর্বভ্যে দবৌভ্যে নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষ দবোয. নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদবেতায়. নমঃ

{ বিশেষে নির্দেশ:- এবার মূল যে দেবতার পূজা করা হবে তার মন্ত্র বলবে নচিরে পূজা করতে হবে।----- প্রতিটি দেব/দেবীর পূজা এই সংক্ষিপ্ত পূজা পদ্ধতিতে পূজা করা যাবে কিন্ত এই নচিরে উপাচার পূজা একমাত্র মূল যে দেব/দেবীর পূজা করা হবে -সক্ষেত্রে সেই দেব বা দেবীর মন্ত্র বলতে হবে বাকিপদ্ধতি সব একই থাকবে ।}

সত্যনারায়ণ মূল উপাচার পূজা :- (সত্যনারায়ণপূজা) [তিনি বার সত্যনারায়ণ গায়ত্রীমন্ত্র জপ] (যে দেবতার পূজা করা হবে সেই দেবতার গায়ত্রী বলতে হবে গায়ত্রী জানা না থাকলে সেই দেবতার মন্ত্র বলতে হবে যমেন এক্ষেত্রে “ওঁ সত্যনারায়ণ নমঃ”)

ঘটস্থাপনঃ— নমো সর্বভীর্থাভবং বারি সর্বদবে সমন্বতিং ইমং ঘটং সমারুহ্য তস্মিৎ দবে হরিণোভবা।

স্বস্তিবাচনঃ— ওঁ স্বস্তি নি ইন্দ্রো বৃধশ্রবাঃ স্বস্তি নিঃ পুষা বিশ্ববদোঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যোঅরষ্টিনমেঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।। ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুং হবামহে, ওঁ প্রয়াণাং ত্বা প্রয়িপতিগুং হবামহে, ওঁ নধীনাং ত্বা নধিপতিগুং হবামহে, বসো মম। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

তারপর একে একে গণেশ, শ্রীগুরু, শবি, সূর্য, নারায়ণ, দুর্গা, নবগ্রহ, দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, সর্বদেবদেবী ও আপনার ঠাকুরের আসনে অন্যান্য ঠাকুরদেবতা থাকলে তাঁদেরকে এবং আপনার ইষ্টদেবতাকে প্রত্যেকেকে একটি করে সচন্দন ফুল দিয়ে পূজা করবেন।

.

বৈদিক স্মার্ত সম্প্রদায়ের পূজা-উপাসনার একটি অবচ্ছদ্য অঙ্গ হইল পঞ্চদেবতা পূজা।

গণেশের প্রণামঃ

ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজানন।

বঘ্নিনাশকরং দবেং হরেম্বং প্রণমাম্যহম্।

.
গুরু প্রণামঃ

ওঁ অখণ্ডমণ্ডালাকারং ব্যাপ্তং যনে চরাচরম্।
তৎপদং দশতিং যনে তস্মৈ শ্রীগুরুবৎ নমঃ।।১
অঞ্জানতমিরিন্ধস্য এঞ্জানাঞ্জন শলাকায়া।
চক্ৰু রুল্মীলতিং যনে তস্মৈ শ্রীগুরুবৎ নমঃ।।২.
গুরু ব্রক্শা গুরু বষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রক্শ তস্মৈ শ্রীগুরুবৎ নমঃ।।৩

.
শবিরে প্রণাম মন্ত্রঃ

ওঁ নমস্তভ্যঃ বরুপাক্ষ নমস্তে দবিষচক্ৰসু নমঃ ।
পণিকহস্তায়, বজ্রহস্তায়, বট নমঃ ।।
নমত্রিশূলহস্তায়, দন্ড পাশাংসপিণযে ।
নমঃ স্ত্রলৈক্যনাথায়, ভূতানাং পতয়ে নমঃ ।।
ওঁ বানেশ্বরায়, নরকার্ণবতারনায়, , জ্ঞানপ্রদায়, করুণাময়, সাগরায়, ।
করপূরকুন্ডবলেন্দুজটাধরায়, , দারদ্রিদ্ৰুংখদহনায়, নমঃ শবিরায়, ।।
ওঁ নমঃ শবিরায়, শান্তায়, কারণত্রয়হতেবৈ ।
নবিদেয়ানি চাত্মানং তত্ত্বং গতপিরমেশ্বরঃ ।।

.
দুর্গা প্রণামঃ

ওঁ জয়ন্তি, মণ্ডলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী।
দুর্গা, শবির, ক্ৰমা, ধাত্রি, স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতৈ।।

.
নারায়ণের প্রণামঃ

নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।

.
সূর্যপ্রণামঃ

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপয়েং মহাদ্যুতম্।
ধ্বান্তারি সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।।

নারায়ণের স্নান:

ধ্যানান্তে নমিনোক্ত মন্ত্রে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে স্নান করাইবে।

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাং।

স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃত্বা অত্যত্‌তষ্ঠিদশাঙ্গুলাম্।।

ওঁ নারায়ণায় বদ্মিহে বাসুদবোয় ধীমহি তন্নো বষ্ণিঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।

স্নানান্তে ‘ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বষ্ণবো পরমাত্মনে স্বাহা’ মন্ত্রে দুইটি তুলসীপত্র নারায়ণের উপরে ও নীচে দ্বিনে।

নারায়ণের ধ্যানঃ

কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া পূর্ববৎ ধ্যান করবি।

ওঁ ধ্যয়েঃ সদা সবত্‌মণ্ডলমধ্যবর্তী

নারায়ণঃ সরসজিাসনসন্নিবিষ্টঃ।

কয়েরবান্ কনককণ্ডলবান্ করীটীহারী হরিণ্ময়বপুর্ধ্বতশঙ্খচক্রঃ।।

পঞ্চপচারে নারায়ণ পূজাঃ

ওঁ নমো নারায়ণায় এষ গন্ধঃ নারায়ণায় নমঃ।

ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দনপুষ্পং নারায়ণায় নমঃ।

ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বষ্ণবো পরমাত্মনে স্বাহা নারায়ণায় নমঃ।

ওঁ নমো নারায়ণায় এষ ধূপঃ নারায়ণায় নমঃ।

ওঁ নমো নারায়ণায় এষ দীপঃ নারায়ণায় নমঃ।

ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং নবৈদ্যং নারায়ণায় নমঃ।

.

নারায়ণের প্রণামঃ

ওঁ ত্রলৈক্যপূজতিঃ শ্রীমান্ সদাবজিয়বর্ধনঃ।

শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোহস্তু তে।।

নম ব্রহ্মণ্য দবোয় গো ব্রহ্মণ্য হতিয় চ।

জগদ্ধতিয় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ

.

লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান মন্ত্রঃ

ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণভির্ষাম্য সৌম্যয়োঃ।

পদ্মাসনাস্থাং ধায়চ্চ শ্রীযং ত্রলৈক্য মাতরং।।

গটৌবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কারভূষিতাম্।

রটৌকনোপদমব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণে তু।।

.

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী স্তোত্রম্ঃ

ত্রলৈক্য পূজতি দেবী কমলে বস্তুবল্লভে।

যথাস্তং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভবময়ি স্থিরা।।

ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতি হরপ্রিয়া।

পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ সৃষ্টি শ্রীপদ্মধারিণী।।

দ্বাদশতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠতে।

স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবৎ তস্য পুত্রদারাদভিংশহ।।... (তিনি বার পাঠ করত হবে)

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রণাম মন্ত্রঃ

ওঁ বশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোহস্তু তে।

বাম ও ডান হাতের সব আঙুলেরে মলিতি অগ্রভাগ দ্বারা উভয় বাহুমূল স্পর্শ করে ‘নৈং কবচায় হুং’ ডানহাতেরে অঙুগুষ্ঠ, অনামকি ও কনষ্টিচার অগ্রভাগ মলিতি করে দুই চোখ স্পর্শ করে ‘নটৌ নতেরত্রয়ায় বটৌষ্ট’ ডান হাতে তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হাতের পৃষ্ঠ ও তালু স্পর্শ করে তিনি বার তালি দিয়ে ‘গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ‘

কূর্ম মুদ্রায় (বা হাতের তর্জনীতে ডান হাতের কনষ্টিচা ও ডান হাতের তর্জনীতে বা হাতে বৃদ্ধাঙুল সংযুক্ত করে বাহাতেরে বুড়া আঙুল উন্নত থাকবে, বা হাতের মধ্যমা, অনামকি ও কনষ্টিচা ডানহাতেরে পৃষ্ঠদশে সংযুক্ত করতে হবে। পরে তর্জনী ও অঙুগুষ্ঠেরে মধ্যভাগে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামকি সংলগ্ন করতে হবে। ডানহাতেরে পৃষ্ঠদশে কূর্মপৃষ্ঠেরে মত উন্নত করাই কূর্মমুদ্রা) হাতে সচন্দন পুষ্প নিয়ে নারায়ণেরে ধ্যান করতে হবে –

ওঁ ধ্যয়েঃ সদা সবতি মন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসজাসন – সন্নিবিষ্ট । কয়েরবান কনককুন্ডলবান করীটীহারী হরিন্ময় বপু ধৃত শঙ্খ চক্রঃ (ধ্যান শেষে ফুল নজিরে মাথায় দিতে হবে)।

বশিষোর্ঘঃ নজিজে বামে ভূমতি জল দ্বারা প্রথম ত্রিভুজ, এরপর ত্রিভুজকে বেষ্টন করে বৃত্ত এবং বৃত্তকে বেষ্টন করে বর্গ একে তার উপর গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করতে হবে।

নবৈদ্যেং ও সত্যনারায়ণ দবে গৃহ্যতাং প্রভো। এতদ্ গোধুমচূর্ণ-দুগ্ধ শকরা উষ্ণী
কৃত নবৈদ্যেং ও সত্যনারায়ণ নমঃ।।

পরে বাম করে ব্যাসমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক দক্ষিণ করে অঙ্গুষ্ঠা, কনিষ্ঠা ও অনামিকা
যোগে-“প্রাণায়. স্বাহা, তর্জনী মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অ-পানায়. স্বাহা, মধ্যমা
অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে সমানায়. স্বাহা, অঙ্গুলী পঞ্চক যোগে বানায়. স্বাহা বলতি
হয়.” পানার্মোদক পুনরাশ্চর্য. তাম্বুল ইত্যাদি দিয়া জলপাত্রেরে গৃহ্যতি গৃহ্য ইত্যাদি
মন্ত্রেরে জল নিক্ষেপে করিয়া গৃহ্যতি গৃহ্য গোপ্তাত্বং গৃহানাস্যাং কৃতং জপং সদ্ধি
ভবতু মে তৎ প্রসাদং সুরেশ্বর। তৎপর নম্নিনোকৃত মন্ত্রেরে মন্ডল প্রদক্ষিণ করিতে
হয়।

যথা- ও যানি যানি চ পানি সর্বকাল কৃতানি। তানি তানি বনিশ্যস্তু প্রদক্ষিণং পদে
পদে।

" এতদ্ পাদ্যং শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ | " (পাত্রেরে একটু জল দবিবে)
" ইদম্ অর্ঘ্যং শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ | " (শঙ্খ এ জল নিয়ে আরতরি মত করে
দেখাবে)
" ইদম্ আচমনীয়ং জলং শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ | " (পাত্রেরে একটু জল দেবে)
"এস মধুপর্ক শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ | " (দধি, ঘী, মধু জল পাত্রেরে দাও -না থাকিলে
চন্দন জল পাত্রেরে দাও)
(নচিরে মন্ত্র গুলি পাঠ করিতে করিতে স্নান মন্ত্র উচ্চারণ করবিবে)
" এতদ্ স্নানীয় জলং শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ " । (তনিবার মন্ত্র বলে পাত্রেরে 3
বার জল দাও)
তারপর পুনরায়:------
এষ গন্ধ ও শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ (পাত্রেরে চন্দনের ছটি দেবে)

পুষ্পাঞ্জলীঃ মন্ত্রঃ — ও ধ্যয়েঃ সদা সবিত্তিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ

সরসজাসনসন্নিবিষ্টঃ।

কম্লুরবান্ কণককুণ্ডলবান্ করীটীহারী হরিণ্ময়বপুর্ধ্বতশঙ্খচক্রঃ।। এব সুগন্ধ
বল্লিপত্র পুষ্পাঞ্জলী নমঃ সাহুধায়,সবাহনায়. সপরিবারায়. সাঙ্গপাঙ্গায়.নমো
শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ।।

.....(তনিবার)

এরপর হাত জোড়. করে প্রণাম এর মতন করে বল:-

ও ত্রলৈোক্যপূজতিঃ শ্রীমান্ সদাবজিয়বর্ধনঃ।

শান্তি কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোহস্তু তে।।

নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

নমস্তে সর্বদেবোনাং বরদাসি হরিপ্রিয়ৈ।

যা গতস্ৰিতং প্ৰপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদৰ্চবাৎ।।

ওঁ বশ্ৰিবৰূপস্য ভাৰ্যাসি পদমে পদমালয়ে শূভে।

সৰ্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোহস্তু তে।।

এষ ধূপ শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ নমঃ (পাত্ৰে / শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ নমঃ এৰ প্ৰতচ্ছবি
সামনে আৱৰ্তি মত কৰে কমপক্ষে 3 বাৰ ধূপ দেখোবো)
এৰপৰ আৱৰণ দেৱতাদেৱে পূজাঃ শঙ্খ ফুল, জল দিয়ে

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ শঙ্খায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ চক্ৰায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ গদায়ৈ নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ পদ্মায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ নন্দকায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ গৰুড়ায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ শ্ৰী বৎসায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ কটাস্তভায় নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ নাৰদাদি পাৰ্ষদভ্যো নমঃ

এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি দশাবতাব্যো নমঃ

গুৰু প্ৰনাম — ওঁ গুৰুভ্যো নমঃ , ওঁ পৰম গুৰুভ্যো নমঃ , ওঁ পৰাপৰ গুৰুভ্যো নমঃ , ওঁ
পৰমেষ্টি গুৰুভ্যো নমঃ

এৰপৰ আৱৰ্তি কৰতে হবো ত্ৰিকিণে মন্ডল ঐকে ভূমিশুদ্ধ কৰতে হবো । তাৰুপৰ একে একে
আৱৰ্তি দ্ৰব্য যথা ধূপ, দীপ, শঙ্খ, ধোয়া কাপড়, ফুল, চামৰ, ও পাখা ৰখে তা দিয়ে আৱৰ্তি

করতে হবে। আরতাকিরার সময় দাঁড়িয়ে বামহাতে ঘন্টা বাজাতে হবে। প্রদর্শনের স্তর

প্রথমদেবেতার পদতলে □□□□ ৪ বার

দ্বিতীয়ত নাভি দিশে □□□□- ২ বার

তৃতীয়ত মুখমন্ডলে □□□□- ১ বার
বার

চতুর্থত সর্বাঙ্গে □□□□- ৭

ভোগ নবিদেন :-

ওঁ এতস্মৈ সোপকরন্মায় নমঃ (ভোগ খালার উপর জলরে ছটি দাও)

এতে গন্ধপুষ্প ওঁ এতস্মৈ সোপকরন্মায় নমঃ (নবৈদ্য উপর পুষ্প দাও)

ওঁ অমৃতপস্তরন মসি স্বহা (তাম্রপাত্রেরে জল দাও)

ইদম্ আচমনীয় জলং শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ (তাম্রপাত্রেরে জল দাও)

ইদম্ পানার্থ জলং শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ (গ্লাসে খাবার জল দাও এবং দশবার “ওঁ” মন্ত্র জপ কর)

এষ সোপকরন ফলং মষ্টি নবৈদ্যং পঞ্চ প্রনয় স্বহা ওঁ নমঃ শ্রী সত্যনারায়ণ নবিদেয়ামি।

(এবার হাতে গ্লাসেরে মত করে কোথা থেকে কুশীতে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে জল দবে)

তারপর দরজা বন্ধ করে বাইরে যেতে হবে অথবা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে এবং মনে মনে “ওঁ” মন্ত্র জপ করা উচিত - তারপর পুনরায় চোখ খুলে বা ওই ঘরে প্রবেশ করে নচিরে পদ্ধতিটি করতে হয়.

ইদম্ পুনরাচমনীয়ং জলং শ্রী সত্যনারায়ণ নমঃ (তাম্রপাত্রেরে জল দাও)

স্তবঃ-ওঁ জলময়া ভক্তযিগেরে পত্রং পুষ্পং ফলং। নবিদেতিঞ্চনবৈদ্যং

তদগৃহানুকম্পয়া। তদ্বয়িবস্তু গোবিন্দ তুভ্যাময় সমর্পয়ে। গৃহান সু

মুখোখাতুত্বা প্রদীদ পুরুষোত্তম। মন্ত্র হীনং ক্রীয়াহীনং ভক্তহীনং জনার্দদন।

যং পুজতিংময়া দবে পরপূর্ণং তদস্তু মে। অমোঘা পুন্ডরী কাক্ষং নৃসিংহ

দৈত্যনসিদ্ধনং। হৃষীকেশং জগন্নাথং বাজীশং বরদায়কম। সগুনঞ্চ গুনাভীথ গোবিন্দং

গরুডধ্বজম্। জনার্দনং জনানন্দং জানকী জীবনং হরম্। প্রণমামসিদা দবেং পরং

ভক্তা জগৎপতিং। দুর্গমে বসিমে ঘোরো শত্রু ভঃ প্রপীড়তি। নসিতারয়তু

সর্ববষে তথানষ্টি ভবষে চ নাতান্যতোনিসংকীর্তন ঈপদিতং ফলংমাপুয়াৎ।

সত্যনারায়ণ দবেং বন্দহেং কামদংপ্রভুং, লীলয়া বত্তিতং বশ্বিং যনে তস্ম্যৈ নমো নমঃ।

বন্দনা

নম নমঃ গজানন বধ্বিন বনিশন।
ভূমে লুটি বন্দদি দবে দবীর চরণ।।
মাতাপতি বন্দদি আমি গুরু চরণ।
সত্যনারায়ণ ব্রত কথা করি যে বর্ণন।।
জীবরে দুর্গত রাশি নাশবার তরে।
ভকত বৎসল হরি এ'ল লীলা করে।।
সত্যনারায়ণ রূপে যে মতে প্রকাশ।
স্কন্দ পুরাণে সেই কহি ইতিহাস।।

ব্রতকথা[] প্রথমে বন্দনি আমি দবে গজানন। সর্ব সদ্ভিদাতা আর বধ্বিন বনিশন। হর-গৌরী বন্দনি বরিষ্টিচি নারায়ণ। বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি বন্দি মুনগিণ। প্রণমনি সত্যপীর নযিত হাসনি। যাহার কৃপায় হয় ভুবন অখলিলক্ষ্মী সরস্বতী বন্দি কালী করালিনী। সত্যপীর উপাখ্যান অপূর্ব কাহিনী।। শুন শুন সর্বজন হয়ে এক চিত্তি। যার যে পাইবে বর মনে বাঞ্ছতি।। গরীব ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায়। ভিক্ষা করি কাটে কাল সুখ নাহি পায়।। একদিন সেই দ্বজি ভ্রমিয়া নগর। কিছু না পাইয়া = ভিক্ষা হইল কাতর। বৃক্ষতলে এসে বপির বসি দিত মন কান্দতি লাগলি দ্বজি ভিক্ষার কারণে। কান্দতি কান্দতি দ্বজি হইল অস্থির। দেখিয়া দয়ার্দ্র বড হৈল সত্যপীর।। দয়াময় প্রভুদবে সত্যনারায়ণ। ফকরিরে বেশে তারে দলি দরশন। দ্বজি কয় নারায়ণ, শুন মহাশয়। কি কারণে কাঁদে তুমি বসিয়া হেথায়।। দ্বজি বলে, কি হইবে বলিলে তামোয়। ফকরি বলনে দ্বজি কথিত কবি তায়।। দ্বজি বলে নতি আমি ভিক্ষা মাগি খাই। আজ না পাই ভিক্ষা দুঃখ ভাবি তাই। ফকরি কহলি, দ্বজি যাও নজি ঘরে। আমারে পূজা তব দুঃখ যাবে দূরে।। দ্বজি বলে, নতি পূজি শিলা নারায়ণ। তাহা ভিন্ন না করি স্নেহে আচরণ।। হাসিয়া ফকরি বলে, শুন দ্বজিবর। পুরাণ কৌরাণে কিছু নাহি মতান্তর।। রাম ও রহমি জনো নাহি ভেদোভেদে। ত্রিজগতে এই দুই জানবি অভেদে।। এত বলি নজিমু তি ধরে জগন্নাথ। শখ চকর গদা পদ্মধারী চারি হাত।। মুক্তিহিরে দ্বজিবর পডলি ধরণী। করলি প্রচুর স্তব গদগদ বাণী।। দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফকরি হইল। দেখি তাহা দ্বজিবর বস্মতি হইল। ব্রাহ্মণ বলনে, প্রভু পূজি তামোয়। পূজার পদ্ধতি কবি বল হে আমায়। ফকরি বললি, তবে শুন দ্বজিবর।

ছড়া কলা করবি আযাজেন। সওয়া গণ্ডা গুবাক আর পন সওয়া পান।। সওয়া সরো চনিকিৎবা গুড। আর ক্ষীর। তাহাতে সস্তুষ্ট হই আমি সত্যপীর।। চনি আর ক্ষীর দিতে যার নাই শক্তি। দুগ্ধ আর গুড দ্যি়ে করবি ভক্তি। বসবি সকল ভক্ত হয়ে একমন। এক মনে ভক্তিরে করবি পূজনা। পূজা অন্তে ব্রতকথা শুনবি শ্রবণে। ভক্তিতে পূজা কর শাস্ত্রেরে বধিনেরে সত্যপীর বলি সব মাথে দবি হাত। নারায়ণ বলিয়া করবি প্রণপিত। প্রসাদ লইবে সব শাস্ত্রেরে বধিন। এত বলি নারায়ণ হন অন্তর্ধান ভক্তিবাবে দ্বজিবর হয়ে হরষতি। কিছু ভিক্ষা করি গৃহে হন উপনীত। ব্রাহ্মণী শুনিয়া সব হয়ে আনন্দতি। পূজা হতে আযাজেন করে বধিমিত। ভক্তিবাবে পূজা দ্বজি নারায়ণ পদ। প্রভুর কৃপায় দ্বজি লভলি সম্পদ।। কাঠুরিয়াগণ সব বস্ময় মানলি। ভক্তিরে ব্রাহ্মণেরে জিজ্ঞাসা করলি।। ব্রাহ্মণ তাহরে বলে বধিন সমস্ত। কাঠুরিয়া পূজিবারে হৈল বড ব্যস্ত। সন্নিযে করলি তারা বধি সহকারে। দুঃখ দূর হইল আনন্দ ঘরে ঘরে। অতঃপর সদানন্দ সাধু একজন। কাঠুরেরে সম্পদ দেখিয়া হৃষ্টমন। জিজ্ঞাসিয়া সব কথা জানতি পেরলি। শুনিয়া সাধুর মনে ভক্তি উপজলি।। সাধু বলে অপ্রতুল নাহি অন্যধনে। কন্যা নাই দুঃখ তাই সদা উঠে মনে। যদ্যপি আমার এক জনমে তনয়া। সত্যদবে পূজা করি আনন্দতি হইয়া।। এত বলি গলে সাধু অঙ্গীকার করি যথাকালে জন্মে কন্যা

পরমাসুন্দরী। সত্যনারায়ণ পূজা সে সাধু ভুললি। যথাকালে কন্যাটির বিবাহ যে দলি। অতঃপর সাজাইল সপ্তমধুকর। জামাতা সহতি সাধু চললি সত্বর। দক্ষিণ পাটনা রাজা নাম কলানধি। সেই রাজ্যে সদাগরে মলাইল বধি। রাজা সম্ভাষণে তাকে তরুণী চাপিয়া। প্রমাদ ঘটলি তার সন্নিহিত দিয়া।। রাজার ভাণ্ডার মাঝে ধনাদি যা ছিল। রাত্রিতে আসিয়া সাধুর তরী পূর্ণ হল।। ছল পথে রাজা তার তরী লুণ্ঠ করে। শ্বশুর জামাতা লয়ে রাখল কারাগারে রাজ্যদেশে কোটাল মশানে লয়ে যায়। পাত্র অনুরোধে তারা উভয়ে প্রাণ পায়।। কারাগারে বন্দী থাকে শ্বশুর জামাই। কিকহবি উভয়ের দুঃখের সীমা নাই। এখানে সাধুর পত্নী আর তার সূতা। পতির বলিম্ব দেখি মহা শোকে যুক্ত।। সঙ্গতি বিনষ্ট হইল পড়লি দুঃখতে। দাসীত্ব করিয়া খায়। পরের গাহত। একদিন সাধুকন্যা বড়োইতে গিয়া। আনন্দতি দ্বিজ-গৃহে সন্নিহিত দেখিয়া।। সব শুনিকন্যা সেথো মানত করলি।

পতি আর পতি-আশে কামনা করলি।। শ্বশুর জামাতা যেথো বন্দী কারাগারে। নারায়ণ স্বপ্ননে কন্যেই নৃপবর।। শুন ওহে মহারাজ আমার বচন। কলিকালে পূজী আমি সত্যনারায়ণ। সদাগর দুইজন শ্বশুর জামাই। বিনাদোষে বন্দী আছে তামোরে জানাই। প্রভাত হইলে তুমি দুই সদাগরে। দশগুণ ধন দিয়া তুষবি আদরে।। এত বলি ধরলিনে আপন মুরতি স্বপ্ন দেখি চমকিয়া উঠলি নৃপতি মুক্ত করি সদাগরে বহুধন দলি। তরী পূর্ণ করি রাজা বদায় করলি।। বুঝিতে সাধুর মন সত্যনারায়ণ। ফকিরের বেশে পথে দলি দরশন।। ফকরি বলেন, শুন ওহে সদাগর। ফকিরেরে কিছু ভিক্ষা দিয়া যাও ঘর।। শুন সদাগর তারে অবজ্ঞা করলি। তরীর সামগ্রী যত তুষাঙ্গর হইল। দেখি তাহা সদাগর করে হায, হায। ধরনী লাটোয় ধরে ফকিরের পায়। অবশেষে ফকরি তাহারে কৃপা কলৈ। ধনশৈবর্যে তরী পুনঃ পূর্ণ হইল।। উতরলি ঘাটে সাধু হইল কোলাহল। নাধুর রমণী কন্যা শুনিকুতুহল।। তরীর সামগ্রী যত ভাণ্ডারতে লইয়া। সন্নিহিত করলি সাধু আনন্দতি হইয়া।। সকলে প্রসাদ নল যাডে। করি পাণি প্রসাদ ভূমিতে ফলে সাধুর নন্দিনী।। তাহা দেখি সত্যদেবে কৃপতি হইল। জামাতা সহতি তরী জলতে ডুবা।। হাহাকার করে সরবে পড়িয়া ভূমিতে। শুনিসাধু কন্যা যায় ডুবিয়া মরিতে। হেনকালে দৈববাণী হইল আচম্বতি। সরিন ফলেয়া কন্যা কলৈ বপিরীত।। শুনিকন্যা সেই সন্নিহিত চার্টিয়া খাইল। জামাতা সহতি তরী ভাসিয়া উঠলি তরীর সকল দ্রব্য ভাণ্ডারতে আনি করলিকে সওয়া সরে সোনার সরিনী। স্বপ্ননে কহলিনে দেবে, শুন সাধু তুমি সোনা হতে আটায়, সন্তোষ হই আমি স্বপ্ন দেখি সদাগর পরম হরষি। আটার সন্নিহিত করি পূজে সবশেষে।। ক্রমতে প্রচার হ'ল সবার আলায়। ভক্তভিরে পূজিলেই আশা পূর্ণ হয়। একমনে শুনকে কিংবা পূজে নারায়ণ। সরবদুঃখ দূরে যায়। শাস্ত্রের বচন।। সন্নিহিত মনে যেই জন হয়, দুই মন। কদ্যপনি হয়, সিদ্ধি তাহার কামনা।

- অথ সত্যনারায়ণের ব্রতকথা সমাপ্ত -

দ্বাপরের শেষে ভাগে রাজা যুদ্ধিষ্ঠির। কলি প্রাদুর্ভাব দেখে হলেন অস্থির।।

একদিন শ্রীকৃষ্ণকে করে জিজ্ঞাসন। কলির প্রভাব হতে কসি পাবে ত্রান।।

শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন কহি সে বস্তির। জীব লাগি যুগে যুগে মোর অবতার।।

লক্ষগুণ পুণ্য কহে সত্য যোগে করে। ত্রতোর অযুত গুণ সমফল ধরে।।

দ্বাপরে শতকে গুণ সু-কৃৎ কলিতে। যদিও ভীষণ কলি সহজ তরিতে।।

কলি আরম্ভেরে পাঁচ হাজার বৎসরে।। অবতীর্ণ হব আমি অবন্তি নগরে।।

স্বৰ্গ বাসে যাবে তোক আমার কৃপায়। হরনিম অগ্নিসম কলি তুল্য প্রায়।।।

কলি অন্তে এক বর্ণ হইবে যখন। কল্কি অবতারে তাহে করবি নধিন।।

এত শূনি যুধিষ্ঠিরি গোবিন্দ ভাবিয়া।। শরীরে স্বৰ্গপুরে গলেনে চলিয়া।।

অবন্তী নগরে অতঃপর নারায়ণ। সত্যনারায়ণ নামে অবতীর্ণ হন।।

সন্ন্যাসী বেশে প্রভু সত্যনারায়ণ। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে এক দনে দরশন।।

একদিন সেই দ্বিজ সত্যনারায়ণে। সন্ন্যাসীর বেশে ডাকি কহনে ব্রাহ্মণে।।

কোথায়, কি হতে দ্বিজ করছে গমন। প্রণাম করিয়া দ্বিজ কহে ববিরণ।।

দরদ্র ব্রাহ্মণ আমি অবন্তীতে বাস। কর্মদোষে দরদ্রতা আসে ভিক্ষা আশ ।।

ভিক্ষা করি দাও, সরে লয় যাই ঘরে। দিনে লাগে দুই সরে পটে নাহি ভরে।।

এত শূনি দয়া করি বলি নারায়ণ।। শূনি দ্বিজ আমি হই সত্যনারায়ণ।।

আমারে পূজিলে হয়, দুঃখ অবসান। যাগ যজ্ঞ টাকা কড়ি নাহি প্রয়োজন।।

ভক্তিতে ভজন পূর্ণ হয়, সর্বআশ। অভক্তি করিলে তার হয়, সর্বনাশ।।

দ্বিজ বলি নিজরূপ দেখাও আমারে। তবে প্রতিমম হইবে অচরিত।।

নিজরূপ ধরিলি দবে নারায়ণ। পূর্বাজতি কর্মফলে দেখিলি ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মা আদি দবে যারে ধ্যান নাহি পায়।। কমলা সবেতি পদ দেখিলি দয়ায় ।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুভুজধারী।। পরধান পতিম্বর যাই বলি হারী।।

কুন্ডল কর্ণতে আর শখি পুচ্চচূড়ো। মকরন্দ লোভকেত মধুকর উড়ো।।

অঙ্গরে ভূষণ কত শোভে নানা মতে। দেখি অচেনে দ্বজি পড়লি ভূমতি।।

চতেনা পাইয়া দ্বজি লোটায়। চরণে বলে প্রভু দেখো মোরে দলি কনে শুলে।।

দয়া করে কন তারে সত্যনারায়ণ। অবতীর্ণ অবনীতে জীবরে কারণ।।

কলরি কলুষ রাশি বিনাশ করতি। সত্যনারায়ণ রূপ প্রকাশি জগতে।।

যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া হীন ঘোর কলকাল।। আমাকে পূজিতে নাহি কিছুই জঞ্জাল।।

দবিষপীঠে শুভ্র বস্ত্র করি আচ্ছাদন।। পুষ্প মাল্য দিয়া তাহে করবি রচন।

রাখবি গুবাক পান চতুর্দিকে তার। ধূপ দীপ নবৈদ্যাদি অনেকে প্রকার।।

সোয়া করিয়া নানা, দ্রব্যাদি দবি। দুগ্ধ চনি আটা আনিতাতে মশাইবে।।

জ্ঞাতি বন্ধু সহযোগে মনোযোগ দিয়া। পূজা কংবা ভক্তি ভরে পাঁচালী শুনিয়া।।

প্রসাদ লইয়া সাধু অন্তরে করবি। অশান্তি অরিস্ট ব্যাধি সবই ঘুচবি।।

এত বলি সত্যদবে হন অদর্শন। আনন্দে গলেনে দ্বজি ভিক্ষার কারণ।।

সেইদনি ভিক্ষা প্রচুর পাইল। গৃহে ফরি ব্রাহ্মণীকে বার্তা সব দলি।।

ভিক্ষালবধ জনিসিরে অগ্রভাগ দিয়া। সত্যনারায়ণ পূজে ভকতি করিয়া।।

সেই মত আজ্ঞা পলে প্রভু নারায়ণ। নতি্য সেই মত করি পূজলি ব্রাহ্মণ।।

ধনে জনে সম্পদে বাড়লি বহুতর। সেই দেশেরে রাজা হ'ল এই দ্বজিবর।।

একদিন কাষ্ঠ বচি কাঠুরিয়া গণ। তৃণায়ুক্ত হয়ে যায় দ্বজিরে ভবন।।

অশ্ব, গজ পদাতকি ঐশ্বর্য দেখলি। দুঃখী দ্বজি রাজা দেখি বিস্মৃতি হইল।।

দখে সত্যনারায়ণে পূজিছে ব্রাহ্মণ। তারা সব দেখি পূজা করলি গমন।।

প্রসাদ লইয়া যায় কাষ্ঠ বচিবারে। চতুর্গুণ লভ্য তারা করলি সত্বরে।।

পূজার সামগ্রী আনি কাঠুরিয়া গণ। ভক্তি ভরে সত্যদেবে সতত পূজয়।।

কাঠুরিয়া নদীতীরে পূজে নানা মতে। ধনেশ্বর সওদাগর যায় সেই পথে।।

গাঁড়তে বসতি তার ডিঙি বয়ে যায়। বাণিজ্য করিছে সাধু এথায, সেথায়।।

পূজা দেখি ডিঙি রাখি উঠি তট দেশে। কাঠুরিয়াগণে কহে সু-মধুর ভাষে।।

কার পূজা করিছে কবি ফল তার। কাঠুরিয়াগণে তারে কহলি বিস্তার।।

সাধু বলে মোর নাহি কোন দুঃখ। একমাত্র সন্তানরে দেখি নাই মুখ।।

পুত্র কন্বা কন্যা এক যদি মোর হয়। হাজার টাকার ভোগ মাননি নিশ্চয়।।

কামনা করিয়া সাধু লইল প্রসাদ। গৃহে গিয়া অবলম্ববে ঘুচলি বিষাদ।।

কন্যা এক জনমলি নারায়ণের বরে। শশীকলা সমকন্যা দিনে দিনে বাড়বে।

ক্রমতে বিবাহ কাল হইল উপনীত। জামাতা আনতি সাধু হলেন বিব্রত।।

রূপে গুণে চন্দ্র কতৌ ছিল সওদাগর। বিবাহ দলিনে কন্য করি সমাদর।।

অল্পকালতে তাহার বয়োগ হল মাতা পতি। পুত্র-বৎ নজিগৃহে রাখলি জামাতা।।

তবে কত দিনে সাধু বাণজ্যেতে যাইয়া। নানা দ্রব্য পুরি সপ্ত ডঙিগা সাজাইয়া।।

জামাতা সহতি যায়, বাহি ভাগরিখী। সত্যনারায়ণ পূজা হইল বস্মিতি।।

দবৈরে নরিবন্ধ কবো করয়ে খন্ডন। অতঃপর যা হইল শুন তার ববিরণ।।

নদ-নদী অতক্রম ডঙিগাবয়ে দবানশি আসলিনে সুরথ বন্দর।

রাজ ভটে দিয়া নানা, করে কথা বচো কনি, রজত কাঞ্চন বহুতর।।

সূৰ্য্য চন্দ্র কান্তমনি, মতহীরা লাল চুণী, প্রবাল পরশ শলিকত।

শঙ্খ চূনি গজমতি, কস্তুরী চামর ইতি, রশেমী ও পশমী বনাও।।

অগুরু চুয়া চন্দন। নানা দ্রব্যে সম্মোহন ডঙিগা ভরলি লইলকে কনি।।

হথোয়, রাজার পুরে, চোরেরে দ্রব্য চুরি করে, সস্তায়, বচেলি সাধু স্থান।।

অল্প মূল্য বহুধন, কনি আনন্দতি মন। কবো জানে ঘটবি প্রমাদ।।

আমোদ আহলাদে মাতি; সুখে মত্ত দবারাতি হনে কাল ঘটলি বষাদ।।

ডাকি কহে মহপাল, শুন নর কোটাল, অকাতরে পড়ি নিদ্রা যাও।।

চোর ঢুকে রাজপুরে, বহু দ্রব্য চুরি করে। শীঘ্রচোর ধরি আনি দাও।

কোটাল ঘুরছি তবে, হনে কাল সত্য দবে। ভিক্ষুকরে ছলে কহে তারে।।

ধর সাধু সওদাগরে। পাবে দ্রব্য তথাকারে শুনিয়া কোটালে ডঙিগা ধরে।

রাজার কন্ঠ হার গলে সাধু জামাতার । দখেযি। কুপলি ভয়ঙ্কর।।

সাধু আর জামাতারে রাখাে দোহে কারাগারে ,ক্রমান্বযে দ্বাদশ বৎসর।।

হথোয. বহুদনি হয়. সাধুর রমনী কন্যা সহ আকুলতি দবিস রজনী।।

গৃহদাহে সর্বস্বান্ত হয়.ে অতশিয.। বহু কষ্টে কাটে কাল নগরে ভ্রময.।।

একদা দখেলি গ্রামে সাধুরে দুহতি। সত্যনারায়ণে পূজা যতকে বর্ণতি।।

মানস করলি মনে পতি পতি তার। গৃহে যদি ফরি পূজি সত্য-দবেতায়.।।

গৃহে আসি জননীরে বললি সকল। এক মনে নারায়ণে পূজে অবকিল।।

ভক্তিতে করলি দয়া সত্য দবেতায়.। স্বপ্ন ছলে আজ্ঞা করে সুরথ রাজায়.।।

আমার কংকর দুই সাধু সদাগরে। কারাগার হতে দোহে ছাড়হ সত্বরে।

আপনার মণ্ডল যদি রাজা তুমি চাও। ধন-রত্ন ডিঙি সব ছেড়ে তারে দাও।।

স্বপ্ন ভেঙ্গে নৃপতির হল বড. ভয়.। দুই সাধু স্থানে তব করজোড়ে কয.।।

ক্ষমা কর সদাগর না জানি বিশেষে। লহ ডিঙি, লহ ধন, যাও নজি দশে।

সাধু কহে নৃপবর তব দোষ নাই। কর্ম দোষে ভুগলিম এবে মোরা যাই।

এই বলি ডিঙি খুলি সাধু চলে যায়.। সত্যদবে ছল করি জিজ্ঞাসে তাহায়.।

কোথা যাও সোদাগর যাও কলিইয়া.। আমি ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দাও তো ফলেযি.।।

সাধু বলে লয.ে যাও লতাপাতা সবো। ব্রাহ্মণ রোষযি। বলে হটক তাই তবো।

দখেতিতে দেখেতিতে ধন সব হল লতা পাতা।।ডঙ্গি ভরি গছে তার বহু লতাপাতায।।

ধন না দেখেযি। সাধু জলে ঝাপ দলি। চড়া হতে প্ৰাণে সেই মরতিতে নারলি।।

জামাতা লয়ে যায়, ব্রাহ্মণের কাছে। দোঁহে মলি ব্রাহ্মণের পদে ধরি আছে।।

তবে সত্যনারায়ণ দয়াবান হয়ে। ধনপূর্ণ কর ডঙ্গি রোষ ত্যাগযি।।

“অসত্যের লাগি মানি সহস্রকে টাকা। আনি সত্যনারায়ণ ভুলযি।ছ পূজা”।।

তাই দোঁহে বার বর্ষ রাজপুরে সাজা। এত বলি প্রভু যদি হল অন্তর্ধান।

সহস্র সুবর্ণ তোড়া বাধলি তখন। দেশে আমি পূজা দবি মানস করযি।।

তাড়াতাড়ি উপনীত হল দেশে গযি।। সংবাদ শুনলি সব সাধুর দুহতি।।

প্রসাদ মাটিতে ফেলি খাইল সর্ব্বথা। সত্যনারায়ণ পুনঃ ক্রোধান্ধ হইযে।

চন্দ্রকতে সাগরে ফেললি ডুবাযে।। জামাতা শশাকতে আর সাধুর বর্ণতি।

নন্দিনী সহতি কাঁদে ক্షণকে মুচ্ছতি।। হায়, হায়, মরি মরিকোথা যাই কবি করি,

কাঁদে বামা সাধুর নন্দিনী। কবি মোর কর্ম ফল পলোম কত প্রতফিল

কনে নাহি যায়, মোর প্রাণ। পতি মাতা প্রতি কহে কবি কাজ এই দেহে

পতি যথা যায়, সেই স্থানে। এত বলি সাধু সুতা। হতে যায়, অনুমৃতা

হনেকালে দৈব বাণী শুন। পতির আনন্দে মতে প্রসাদ ফলে ভূমতি

এখন যে চাও মরবারে। পতির জীবন পাবে প্রসাদ তুলযি। খাবে

তারপর পূজাও ভক্তিভরো। মুক্ত কেশী হয়ে ধায়, প্রসাদ মাটিতে পায়।

খাইলকে মৃত্তিকা সহিতে। সত্যদবে দয়া হতে গদাধর চন্দ্র কতে

ডঙ্গা ভেসে উঠে আচম্বিতে।।সওদাগর উল্লাসিত জামাতা পাইয়া।।

অঙ্গনা সকলে উঠে জয়ধ্বনি দিয়া।। আম্রশাখা সারি সারি রম্ভা শত শত।

পূর্ণ কুম্ভ দিয়া করে মঙ্গল বহিতি।।আনন্দে পুরতি মন হল সবাকার।

শকটে পুরিয়া ধন নলি নজিগার।। ভাঙ্গিয়া সহস্র তংকা সন্ধ্যাকালে সবো

নানা বধি ভোগদ্রব্যে পূজে সত্যদবে। সোয়াভাগ আটা চনিদি দুধ আনি দলি।

তাম্বুলাদি দিয়া শেষে পাঁচালী শুনলি। এইরূপে পূজিয়া নতি সত্যনারায়ণে।

রাজ্যপলে সদাগর তার কৃপাগুণে।। অন্তকালে পত্নী সহ স্বর্গ পুরে পুরে যায়।

দখে শুনি সত্যদবে পূজিলি সবায়।। পঙ্গু পদ অন্ধে চক্ষু বধিরে শ্রবণ।

কুষ্ঠরোগী ভাল হয়, পূজি নারায়ণ।। এতদূরে পাচালী যে সমাপ্ত হইল।

সত্যনারায়ণ প্রীতে একবার হরি হরি বল।।

শ্রী বসিষ্ঠুর প্রণাম মন্ত্র — ওঁ পাপহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।

ত্ৰাহ্মিণং পুন্ডরিকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরি। নমঃ কমলনতেরায়, হরয়ে পরমাত্মনো।

অশেষে ক্লেশেনাশায়, লক্ষ্মীকান্ত নমোহস্তুতে।। ওঁ যদক্ষরং পরভিরাষ্টং

মন্ত্রহীনঞ্চ যদ্ ভবৎ। পুণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দদনায়, নমঃ।।

সত্যযুগের মন্ত্র:-নারায়ণ পরাবদো নারায়ণ পরাক্ষরা,নারায়ণ পরা মুক্তিঃ
নারায়ণ পরা গতি।। **ত্রয়ো যুগের মন্ত্র:-**রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন,কৃষ্ণ
কশেব কংসারো হরো বকৈনুন্ঠ বামন।।

দ্বাপর যুগের

মন্ত্র:- হরো মুরারো মুখকটৈভারো,গোপোল গোবিন্দ মুকুন্দ শটোরো,যজ্ঞেরো নারায়ণ
কৃষ্ণ বসিষ্ঠো, নরিশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।।

কলযিুগরে মন্ত্র:-হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কৃষমা প্রাথনা মন্ত্র :- ওঁ যদক্ৰবং পরভিষ্টিং মাত্ৰাহীনঞ্চ যদ্ভবং পূৰ্ণংভবতু
ত্বং সৰ্বং ত্বং প্রসাদাং সুরেশ্বরী ওঁ মন্ত্র হনিং ক্রিয়া হনিং ভক্তি হনিং সুরসেরী
যত পুজতিং ময়া দেবী পরপূৰ্ণং তদুস্তম ॥

চরণামৃত লওয়ার মন্ত্রঃ ওঁ অকাল-মৃত্যু-হরণং সৰ্ব্ব ব্যাধি-বিনাশনং । কৃষ্ণ
পাদদোকং পীত্বা শরিসা ধারয়াম্যহং ॥



ব্রতরে উপকরণঃ□ ঘট, আম্রপল্লব, ডাব বা কলা, গামছা, সন্দিদুর, গঙ্গামাটি, ধান, পড়ি বা
চটাকী, পাতন বস্ত্র, তীরকাঠি, পান, কলা, সন্দশে বা বাতাসা, পয়সা, ফুলের মালা, পতাকা,
ফুলের তাড়ো, ছুরি, তিল, হরীতকী, ফুল, তুলসী, দুর্বা, বলেপাতা, ধূপ, দীপ, পূজার বস্ত্র,
গামছা, আসনাঙ্গুরীয., মধুপর্করে বাটি, দধি, মধু, গব্যঘৃত, সন্নিরি সামগ্রী নানাপ্রকার ফল
কুচা, নবৈদ্য, মশ্টিটান্ন, দধি, গামেয., গারোচনা, দক্ষিণা।

শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের ব্রতকথা — সত্যনারায়ণ হলেন হিন্দু দেবতা বসিু-নারায়ণের
একটি বিশেষ মূর্তি। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে সত্যনারায়ণ সত্যপীর নামেও পরিচিতি।
সত্যনারায়ণের পাঁচালি ও ব্রতকথা উল্লিখিত কাহিনি অনুযায়ী, সত্যনারায়ণ পীরের
ছদ্মবেশে ধারণ করে নিজের পূজা প্রচলন করছিলেন।

আমিয়ার উপর অনুগ্রহ করি, ধীরে ধীরে তার সমস্ত ধন সম্পদ অপহরণ করে নহি, এভাবে
যখন সে ধনসম্পদহীন হয়ে যায় তখন তার আত্মীয় স্বজন তাকে অবজ্ঞাপূর্বক পরিত্যাগ
করে চলে যায়। সে আবার ধনসম্পদ আহরণের প্রয়াসী হলে আমি তার সমস্ত উদ্যমকে
বফিল করে দিই। বার বার ব্যর্থ হয়ে সে ধন সম্পদ আহরণে নব্বিত্ত হয়ে তাকে দুঃখময়
জ্ঞান করে আর আমার প্রেমী ভক্তের সঙ্গে আর সাধু সঙ্গে মগ্ন হয়। তখন আমি তার
উপর অহতৌকী কৃপা বর্ষণ করে থাকি।

